

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব মোঃ নুরুজ্জামান

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

২০২০ সালের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ২৩৬৫

(২০১৫ সালের রিট পিটিশন নং ৫১৫১ এ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ১০.০৩.২০১৬ তারিখের রায ও আদেশ থেকে উদ্ধৃত)

বাংলাদেশ সরকার

পক্ষে

সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,

সচিবালয় ভবন, রমনা, ঢাকা এবং অন্যান্য

..... আবেদনকারীগণ

= বনাম =

রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাসরুর আহমেদ, পিং-মরহুম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, হাউস নং ২২, রোড নং ২,

ধানমন্ডি, ঢাকা

..... রেস্পন্ডেন্টগণ

আবেদনকারীগণের পক্ষে:

জনাব এসকে এমডি. মোর্শেদ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল,

ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব হরিদাস পাল অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড

রেস্পন্ডেন্টগণের পক্ষে: জনাব ইউসুফ হোসেন হামায়ুন, সিনিয়র অ্যাডভোকেট,

ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড

রাযের তারিখ: ৪ ই জানুয়ারী, ২০২২

রায

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, প্রধান বিচারপতি:

১. আপিলের জন্য অনুমতির এই দেওয়ানী আবেদন দায়ে বিলম্ব মার্জনা করা হলো।

২. আপিলের জন্য অনুমতির এই দেওয়ানী আবেদন ২০১৫ সালের ৫১৫১ নং রিট পিটিশনে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ১০.০৩.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে যার দ্বারা রুল নিসি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৩. আপিলের জন্য অনুমতির এই দেওয়ানী আবেদন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ঘটনাপরম্পরা সংক্ষেপে এই যে: আবেদনকারী, একটি বেসরকারী লিমিটেড কোম্পানী এবং ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবসায় নিযুক্ত হয়ে, ২০১১-২০১২ সালের জন্য তার আয়কর বিবরণী দাখিল করেছিলেন আয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব সহ যা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামধন্য ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্টগুলির বই দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। এরপরে, ডিসিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে, কন্ট্রোলার এন্ড একাউন্ট্যান্ট জেনারেল (সিএজি) এর সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অফিস (রিট-রেসপন্ডেন্ট নং ৬) ট্যাক্স বিভাগের কাছে থাকা আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট ফাইলগুলিতে একটি নিরীক্ষা চালিয়েছিল, এবং, উল্লিখিত নিরীক্ষায়, আবেদনকারীর আয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম সনাক্ত করা হয়েছিল। তদনুসারে, নিরীক্ষা দলটি সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার এর নিকটে প্রতিবেদন জমা দেয়। বলা হয়েছে যে, সিএজি-র স্থানীয় কার্যালয়ের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনকারী অতিরিক্ত কমিশনার (রিট-রেসপন্ডেন্ট নং-৩) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২০ এর অধীনে ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে তর্কিত নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং আবেদনকারীকে ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং দলিলাদি সহ শুনানিতে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, বর্ণিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে ১২০ ধারার অধীনে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে, সেগুলো হলো- (i) করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত ৫,৭৫,৬৯,২৪৯/- টাকার আর্থিক ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট ডিসিটি দ্বারা অনুমোদিত পরিমাণ বার্ষিক রিপোর্টের সাথে সমর্থিত নয়; (ii) সুদ বাবদ ব্যয় এর ৫৮,৭৫,০৭২/-টাকা আয় হিসাবে অনুপাতিক হারে যুক্ত করা উচিত ছিল; (iii) করদাতা কর্তৃক মার্কেটিং ও প্রচারমূলক ব্যয় বাবদ দাবীকৃত ও প্রদর্শিত ১০,২০,৪৫,২০২/- টাকা কমিশন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং, সে মোতাবেক, বর্ণিত অর্ডিন্যান্স এর ৫৩E ধারার বিধান অনুসারে উক্ত টাকার থেকে ৯,২০,৪৫,২০২/- টাকা অগ্রীম আয়কর হিসাবে কর্তনযোগ্য ছিল; এবং (iv) করদাতা ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ৩,৭২,৫০,০০০/- টাকা জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করায় এবং তা ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে পরিশোধ না করায় উক্ত পরিমাণ টাকা ২০১১-২০১২ করবর্ষে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল, এবং, সে হিসাবে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১,৩৯,৭৫০/- টাকা। নোটিশ অনুসারে, আবেদনকারী, ২৪.০৩.২০১৫ তারিখের তার চিঠির মাধ্যমে একটি স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন, এবং তারপরে, ৩১.০৩.২০১৫ তারিখের অন্য একটি চিঠির মাধ্যমে, নোটিশে উল্লিখিত অডিট রিপোর্টের অনুলিপি চেয়েছিলেন। তবে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, আবেদনকারী কোনও ইতিবাচক সাড়া পাননি।

৪. রিট-উত্তরদাতাদের এ জাতীয় পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে রিট-আবেদনকারী হাইকোর্ট বিভাগের কাছে একটি রিট আবেদন করেছিলেন এবং রুল নিসি পেয়েছিলেন।

৫. সংশ্লিষ্ট ট্যাক্স কমিশনার হলফনামা দাখিল করে রুলটিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন।

৬. শুনানী অন্তে ১০.০৩.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকগণ রুলটি চূড়ান্ত করে দেন।

৭. হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে রিট-উত্তরদাতাগণ লিভ আবেদনকারী হিসাবে এই বিভাগের কাছে আপিলের অনুমতির জন্য এই দেওয়ানী আবেদন করেছিলেন।

৮. জনাব এসকে মোঃ মোর্শেদ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রার্থী-আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেল (সিএজি) এর অডিট করার নির্দেশনা প্রদানের কোনও ক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করে হাইকোর্ট বিভাগ আইনগত ত্রুটি করেছেন যদিও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬৩ (৩) (চ) এবং (ছ) এর বিধানগুলি কর প্রাপ্তি নিরীক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেলকে (সিএজি) অনুমোদন দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা এবং অন্যান্য বনাম সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং অন্যান্য, ২০১৫ সালের সিভিল পিটিশনস ফর লিভ টু আপিল নং ৩৭২৬, ৩৭২৮-৩৭২৯, ৩৭৩২, ৩৭৩৪, ৩৭৩৬-৩৭৪৫ এবং ৩৭৪৭ এ এই বিভাগ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে যে

বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেল (সিএজি) এর এখতিয়ার রয়েছে তার কর্মকর্তাদের ট্যাক্স প্রাপ্তি বা ফেরত নিরীক্ষার জন্য নির্দেশ দেওয়ার।

৯. জনাব ইউসুফ হোসেন হামায়ুন, বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ অ্যাডভোকেট, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় ও আদেশকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে সিএজি-র নিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাদের মতো কাজ করে তাদের এখতিয়ার স্পষ্টভাবে অতিক্রম করেছেন। সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা যখন কিছু ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কিছু ব্যয় কমিশন হিসাবে বিবেচনা করেননি, তখন সিএজি স্থানীয় অফিস মতামত প্রকাশ করেছিল যে ডিসিটি সেই ব্যয়গুলিকে কমিশন হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল যা ইঞ্জিত দেয় যে তারা বাস্তবে নিরীক্ষা পরিচালনা করেন নাই, বরং তারা ট্যাক্স কমিশনার বা পরিদর্শনকারী যুগ্ম কর কমিশনার এর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর যথাক্রমে ১২১ এ এবং ১২০ ধারার অধীনে কার্যক্রম সম্পাদন করছিলেন। সুতরাং, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২০ এর অধীনে তর্কিত নোটিশের মাধ্যমে শুরু হওয়া কার্যক্রম এখতিয়ারের অভাবে ভুগছে এবং আইনের চোখে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে পারে না।

১০. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এবং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট কে শুনেছি।

১১. এই মামলায় বিবেচ্য প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেলের (সিএজি) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অফিসের নিরীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারার অধীনে জারি করা নোটিশ বৈধ কিনা এবং নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক জেনারেলের করের প্রাপ্তি বা ফেরত নিরীক্ষণের জন্য তার যে কোনও কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার রয়েছে।

১২. আমরা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৬৩ (৩) (চ) এবং (ছ) এর বিধানগুলির বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

উল্লিখিত বিধানগুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

“১৬৩। বিবৃতি, রিটার্ন ইত্যাদি গোপনীয় হতে হবে-

(১).....

(২).....

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না-

(ক).....

.....

.....

(চ) সংবিধানের আওতায় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেলের নিকট কোন বিবরণ প্রদান;

(ছ) কর প্রাপ্তি বা অর্থ ফেরৎ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেল বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তাকে কোন বিবরণ প্রদান।

১৩. আইনের উপরোক্ত বিধানগুলি স্ব-ব্যখ্যামূলক এবং সেগুলো অনুসারে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেল (সিএজি) এর কর প্রাপ্তি এবং/বা ফেরত নিরীক্ষার এখতিয়ার রয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগ বলেছে যে যদিও

উক্ত অর্ডিন্যান্সের ১৬৩ ধারার উপধারা ০৩(ছ) এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী তহবিলের প্রাপ্তি/ফেরত যাচাই করার জন্য ট্যাক্স বিভাগে থাকা ফাইলগুলিতে নিরীক্ষণ করার জন্য সিএজি বা সিএজি-র স্থানীয় অফিসের এবং সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের আলোকে সংসদে উপস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদেয় রিপোর্টে তাদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীর নির্দিষ্ট দাবি মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার বিষয়ে মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের বিষয়গত মতামতের গুণাগুণ পরীক্ষা করার কোনও অধিকার নেই। যদি নিরীক্ষককে এটি করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে অধ্যাদেশের ধারা ১২০ এবং/বা ১২১ এ এর অধীন বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার পুরো উদ্দেশ্য বিফল হবে।

১৪. উপরে বর্ণিত এনবিআর বনাম সিঞ্জার বাংলাদেশ এবং অন্যরা মামলায় এই বিভাগ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে যে, “অডিট বিভাগের রাজস্ব বিভাগের অ্যাকাউন্টগুলি পরিদর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে যেহেতু নিরীক্ষক জেনারেল কে সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে এই জাতীয় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নিরীক্ষা বিভাগ কে রাজস্ব বিভাগের অ্যাকাউন্টগুলি পরিদর্শন করার জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৬৩ (৩) (ছ) এর অধীনে কর প্রাপ্তি বা ফেরতের নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক জেনারেল তার যে কোনও কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত। হাইকোর্ট বিভাগ মতামত দিয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীর কোনও নির্দিষ্ট দাবির অনুমতি বা অস্বীকৃতি সম্পর্কিত মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাদের বিষয়গত মতামতের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য সিএজি কোনও এখতিয়ার পায়নি। হাইকোর্ট বিভাগের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত যে অডিট রিপোর্টের মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার বিষয়গত মতামত নিয়ে কোনও প্রভাব নেই, সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিরীক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য হতাশ হতে হবে। অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষণের মাধ্যমে সনাক্ত হওয়া কোনও অনিয়মের বিরুদ্ধে যদি কোনও পদক্ষেপ নেওয়া না যায়, তবে এটি নিজেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বর্তমান ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, সম্পর্কিত ডিসিটি ৫৭৫,৪৯,২৪৯/- টাকার আর্থিক ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছে মূল্যায়নকারী দ্বারা দাবি করা হিসাবে যা বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত ছিল না এবং নিরীক্ষার রিপোর্টে এই অনিয়ম সনাক্ত করা হয়েছে। অডিট রিপোর্ট দ্বারা সনাক্ত হওয়া এই অনিয়ম এর প্রেক্ষিতে যদি কোন কার্যক্রম শুরু না হয় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারার অধীনে, তবে একই অর্ডিন্যান্সের ১৬৩ (৩) (ছ) ধারা এর অধীনে সিএজি-কে প্রদত্ত ক্ষমতা নিরর্থক হয়ে ওঠে।

১৫. আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারার বিধানটি অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম যে পরিদর্শনকারী যুগ্ম কমিশনার এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোনও কার্যক্রমের রেকর্ড তলব করতে এবং পরীক্ষা করতে পারেন যদি তিনি বিবেচনা করেন যে, কর উপ-কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কোনও আদেশ ভুল যতক্ষণ না এটি রাজস্বের স্বার্থবিরোধী হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারার বিধান একই অধ্যাদেশের ধারা ১৬৩ (৩) (চ) এবং (ছ) এর সাথে মিলিয়ে পড়লে আমাদের অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে সিএজি এর স্থানীয় অডিট অফিস দ্বারা প্রস্তুত অডিট রিপোর্ট একটি কারণ যা কর উপ-কমিশনার এর কোনও আদেশ ভুল কিনা তা নির্ধারণের জন্য পরিদর্শনকারী যুগ্ম কমিশনারকে সক্ষম করে। অডিট রিপোর্টটি কর উপ-কমিশনার দ্বারা করা ত্রুটিগুলি সনাক্ত করতে তার বিবেচনার জন্য পরিদর্শনকারী যুগ্ম কমিশনারকে আরও সজ্জিত করে। সুতরাং, সিএজি-র অডিটররা সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাদের মতো কাজ করেছেন বলে অভিযোগ সারবত্তাহীন।

১৬. এটি আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বনাম সিঞ্জার বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মামলায় (পূর্বোল্লিখিত) যে-

“যদি নিরীক্ষা বিভাগ অন্যান্য নথি এবং প্রাসঙ্গিক আইনের সাথে তুলনা করে চেক, চালান মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম খুঁজে পায়, তবে আইন অনুসারে ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় হয়েছে কি না সে বিষয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগ রাজস্ব বিভাগকে দলিলগুলি সরবরাহ করতে বলতে পারে। সুতরাং ১৯৯১ সালের আইনের ৫৫ (১) ধারায় ভ্যাট ফাঁকি দেওয়া আছে, এমন কিছু খুঁজে পেলে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট কর্তৃপক্ষের নোটিশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে।”

১৭. এই বিভাগের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

১৮. এস সুব্রামণিয়াম বালাজি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ও অন্যান্য, (২০১৩)৯ এসসিসি ৬৫৯, মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সিএজি সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত সাংবিধানিক কার্যনির্বাহী এবং এর প্রধান ভূমিকা হল সরকার, সরকারী সংস্থা এবং রাজ্য পরিচালিত কর্পোরেশনগুলির আয় এবং ব্যয়ের নিরীক্ষণ করা। তবে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিফাইড টেলি পরিষেবা সরবরাহকারী এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০১৪) ৬ এসসিসি ১১০ মামলায় প্রশ্ন উঠেছিল যে, লাইসেন্স চুক্তির আওতায় প্রদেয় লাইসেন্স ফি প্রাপ্তি আকারে ভারতের একীভূত তহবিলে জমা দিতে হবে, তাই এর জন্য প্রাইভেট টেলিকম লাইসেন্সধারীদের হিসাব নিরীক্ষণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে কি না। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক ও আইনী বিধান এবং কেস আইন (২০১৩)৯ এসসিসি ৬৫৯, (২০১৩) ১ এসসিসি ৩৯৩ এবং (২০১৩)৭ এসসিসি ১) বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অন্তর্নিহিত রেকর্ডগুলি যা পরিষেবা সরবরাহকারীদের একচেটিয়া হেফাজতে থাকে সিএজি দ্বারা পরীক্ষা করা না হলে এটি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না যে চুক্তি অনুসারে ভারত ইউনিয়ন লাইসেন্স ফি এবং স্পেকট্রাম চার্জের মাধ্যমে রাজস্বের সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরি অংশ পেয়েছে কিনা। সুপ্রিম কোর্ট আরও মতামত দিয়েছে যে এই প্রক্রিয়াতে সিএজি আসলে ইউএএস পরিষেবা সরবরাহকারীদের অ্যাকাউন্টগুলিতে নিরীক্ষণ করছে না, তবে লাইসেন্স ফি এবং স্পেকট্রাম চার্জের মাধ্যমে ইউনিয়ন তার যথাযথ অংশ পাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য সমস্ত প্রাপ্তি পরীক্ষা করে, যা এটি বৈধভাবে রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে অধিকারযুক্ত।

১৯. উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বোঝায় যে যেখানেই জনসাধারণের অর্থের আয় ও ব্যয় জড়িত সেখানে সিএজি এর স্বীকৃতি এবং বৈধতা নির্ধারণের জন্য নিরীক্ষণ পরিচালনার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রাখে।

২০. উপরোল্লিখিত আমাদের সিদ্ধান্ত এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬৩ (৩) (চ) এবং (ছ) এর বিধানগুলি বিবেচনা করে আমরা মনে করি হাইকোর্ট বিভাগ এর এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২০ এর অধীনে তর্কিত নোটিশের সূচনা এবং সেই নোটিশ অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপগুলি এখতিয়ারবিহীন।

২১. যেহেতু উভয় পক্ষই এই দেওয়ানী আবেদনে উপস্থিত রয়েছে এবং আমাদের সামনে দীর্ঘ যুক্তি উপস্থাপন করেছে, তাই আমরা আপীল দায়েরে অনুমতি দিতে আগ্রহী নই যা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করবে।

২২. তদনুসারে, আপিলের অনুমতির জন্য এই দেওয়ানী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং ২০১৫ সালের রিট পিটিশন নং ৫১৫১-এ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ১০.০৩.২০১৬ তারিখের তর্কিত রায় ও আদেশ এতদ্বারা খারিজ করা হলো।